একটি ঘড়ির আত্মকথা : ক্লাস ১০

(সিডি ১৬/এনডি৭)

আমাদের সবাই চেনে। আমরা প্রায় সবার কাছেই থাকি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকলের দরকার লাগে আমাদের। কখনো আমরা কারো হাতে, কখনো দেওয়ালে আবার কখনো বা টেবিলের ওপর থাকি। আগেকার দিনে আমরা বেশীর ভাগ পুরুষের জামার পকেটে থাকতাম। আমরা টিকটিক করে বয়ে চলি। এতক্ষণে নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ আমরা কারা? হ্যাঁ বুঝে ফেলারই কথা। আমরা হলাম ঘড়ি।

আমাদের গায়ে তিনটে কাঁটা আছে। একটা বড়ো কাঁটা সেটা মিনিট বোঝায়; আর একটা ছোট কাঁটা সেটা ঘন্টা বোঝায়। আর যেটা বন্‌বন্‌ করে আপন মনে ঘুরে চলে সেটা সেকেন্ডের কাঁটা। আমাদের গায়ে ইংরেজি হরফে এক থেকে বারো পর্যন্ত লেখা থাকে। ঐ বড়ো কাঁটা আর ছোট কাঁটা দেখে সময় নির্ধারণ করা হয়। ও হ্যাঁ আর একটা কথা আমাদের যারা নির্মাণ করে সেই কোম্পানির নামও লেখা থাকে আমাদের গায়ে। এ তো গেল আমাদের আকৃতির পরিচয়। আমরা আবার দুরকমের হই। দম দেওয়া ঘড়ি আর ব্যাটারি দেওয়া ঘড়ি। দম আর ব্যাটারি এই দুটোর কোনটাই না দেওয়া হলে আমরা বন্ধ হয়ে যাই।

এই রকমই একটি ঘড়ি আমি। এখন আমি আপাততঃ চব্বিশ বছর ধরে এই বোস বাড়িতে রান্নাঘরের দেওয়ালে ঝোলানো আছি। প্রথম যখন এই বাড়ির বড়ছেলের বিয়ে হয়েছিল তখন কেউ আমাকে ঝক্‌মকে কাগজে মুড়ে উপহার হিসেবে বড় বউয়ের হাতে দিয়েছিল। বৌভাতের পরের দিন যখন সব উপহার খুলে দেখা হচ্ছিল তখন আমাকেও বার করা হয়েছিল। তখন আমি খুব সুন্দর ছিলাম। আমার গায়ের রঙ ছিল কালো আর আমার কাঁটাগুলো এবং নম্বরগুলো ছিল সোনালী রঙের। আমি একদম ঝলমল করছিলাম। আমার গায়ে ইংরাজি হরফে ‘অজন্তা’ লেখা ছিল। বড়মা তখন বলেছিলেন ‘এটা নতুন বউয়ের ঘরের দেওয়ালে ঝোলানো থাকবে।’ তাই সেদিন থেকে আমার স্থান হল নতুন বউয়ের ঘরের দেওয়াল।

দেওয়ালে থেকেই সময় দেখিয়ে আমার দিন কেটে যেত। বৌদি মাঝে মাঝেই আমায় ঝাড়াপোছা করত। একদিন তো টুলের ওপর উঠে আমাকে পুছতে গিয়ে বৌদি ঝপাৎ করে পড়ে গেল। বৌদির পায়ে খুব লেগেছিল। তাই বেশ কিছুদিন আমি ধূলোয় ভর্তি হয়ে গেছিলাম। ওদের বাড়ির পাশেই একটা খোলা মাঠ। তাই মাঠের ধূলোতেই আমার গা ভর্তি হয়ে গেছে। বৌদি কাজের মেয়ে পদ্মাকে দিয়ে আমায় পরিস্কার করে নিল। যেই না ঝেড়ে পুছে দেওয়ালে ঝোলানো হল অমনি আমি বন্ধ হয়ে গেলাম। বৌদি অনেক ঠোকাঠুকি করলো কিন্তু তাতে আমার দেহে প্রাণ এলো না। সঙ্গে সঙ্গে ব্যাটারির খোঁজ পড়ল। বুবাইদা একটা ব্যাটারি এনে আমার পিছনে লাগিয়ে দিতেই আমি আবার আগের মতো চলতে শুরু করে দিলাম। আমার এক বন্ধুকে দেখে আমার সময়টা ঠিক করে দিল।

এই একই ভাবে বেশ দু-চার বছর এখানে থাকার পর একদিন দাদা একটা নতুন ঘড়ি নিয়ে এলো। ওটা আবার ঢং ঢং করে নাকি বাজে। যথারীতি আমাকে ঐ ঘরের দেওয়াল থেকে হাটিয়ে নতুন ঘড়ি ঝোলান হল। আমাকে নিয়ে হল মহা সমস্যা। কোথায় রাখা যায় আমাকে। বৌদিই বলল রান্নাঘরে কোন ঘড়ি নেই আমাকে সেখানেই রাখা হবে।

বৌদির ছেলে রাহুল এখন স্কুলে যেতে শুরু করেছে। রান্নাঘরে ঘড়ি না থাকায় বৌদির খুব অসুবিধা হচ্ছিল। রোজই কাজ করতে করতে রাহুলকে স্কুলের জন্য তৈরী করাতে দেরী হয়ে যাচ্ছিল। এখন আমাকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখে নিয়ে ঠিক সময়ে রাহুলকে স্কুলে পাঠিয়ে দিচ্ছে। আমার খুব ভাললাগে বৌদিরা কাজ করতে করতে গল্প করে। দাদু এসে চেয়ারে বসে অনেক পুরনো দিনের কথা বলেন। আমার শুনতে খুব ভাল লাগত।

এখন অনেক বছর হয়ে গেছে আমি ঐ একই জায়গায় ঝুলে আছি। বড়বৌদি কিন্তু এখনও আমার যত্ন করে। আমাকে পরিস্কার করে রাখে। রান্নাঘরের তেল বালির হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। ব্যাটারি শেষ হলেই আমাকে আবার নতুন ব্যাটারি দিয়ে চালু করে রাখে। একদিন দেখলাম দাদু অসুস্থ হয়ে পড়ল। আর দাদু রান্নাঘরে আসেনা। বৌদিরা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার জন্য রান্নাঘরের কাজ সকালবেলাতেই সেরে রেখে দেয়। একদিন দাদুও সবাইকে ছেড়ে চলে গেল। বড়বৌদিও দোতলায় নিজের রান্নাঘর বানিয়ে নিল। ওদের তখন আমার দিকে কোন খেয়াল নেই। এখনও আমি সেই রান্নাঘরের দেওয়ালেই ঝুলে আছি। আমার গায়ে পুরু হয়ে তেলচিটে আটকে গেছে। অনেক ঝাপসা হয়ে গেছি। বন্ধ হয়ে গেলে কেবল ব্যাটারি দিয়ে আমাকে চালু রাখা হয়।

আমার কানে এখন অনেক কথাই আসে। বাড়ির ছেলেমেয়ের বন্ধুরা আসাযাওয়া করে তাই ছোড়দা সবসময় বলে ‘এই ঘড়িটা হাটিয়ে দাও তো এখান থেকে।’ এইভাবেই হয়তো কোনদিন আমি এখান থেকে সরে যাব। এখনও দুরু দুরু বুকে টিকটিক করে সময় দেখিয়ে যাচ্ছি।

(ক) আরকেড ইনফোটেক ২০১৪